নীরব শব্দচাষী

হে ঈশ্বর
তোমার মৃত্যু বিধান তুলে নাও।
আমরা বাঁচতে চাই, থাকতে চাই
আরও শত কোটি বছর।

আমরা না থাকলে কে খাবে ?
এত ফল, মাংস এবং পানি।
তোমার খাদ্যভাণ্ডার কি শেষ হয়ে গেছে ?
নদী-সমুদ্র কি জলশূন্য ?
বৃক্ষ কি ফলহীন ?

তুমি শব্দচাষীকে নিয়ে গেছ
চলে গেছে শুভ্র কেশধারী
মৃদুভাষী, বিনয়ী শামসুর রাহমান।
যে করে গেছে ভালো মানুষ হবার চিরন্তন আহ্বান।

শহীদ কাদরীকে বলছি, দোহাই
'দূর কি হবে লিখে' বলবেন না।
লিখতে হবে
Man can write only— মানুষই লিখে
তারাই লিখেছে, লিখছে এবং লিখবে অকৃপণভাবে।

যে লিখে না সে তো কৃপণ, মানুষই না, স্বার্থপর মানুষ
আমাদের স্বার্থপর মানুষ দরকার নেই।
দরকার, লেখার মানুষ
বিনয়ী শব্দচাষী, জীবন জাগানিয়া কবি।
মুখ জুড়ে যার থাকবে হাসি
যে ওড়াবে শুধু রঙিন শব্দের ফানুস।
দরকার, খুব বেশি দরকার
সেই কবিকে, যিনি ছিলেন
নিরহঙ্কারী, মৃদুভাষী।
ফিরে এস শব্দ কারিগর। ফিরে এস শব্দচাষী।
থাকব তোমারই অপেক্ষায়।

সেপ্টেম্বর ২, ২০০৬ শনিবার রাত ১২ : ১৫